খণ্ড ৭, সংখ্যা ৮
Vol. 7, No. 8

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

ডিসেম্বর ২০১৭
December 2017

বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা : বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ঐতিহাসিক মর্যাদা

জেরেমি কদ্রন

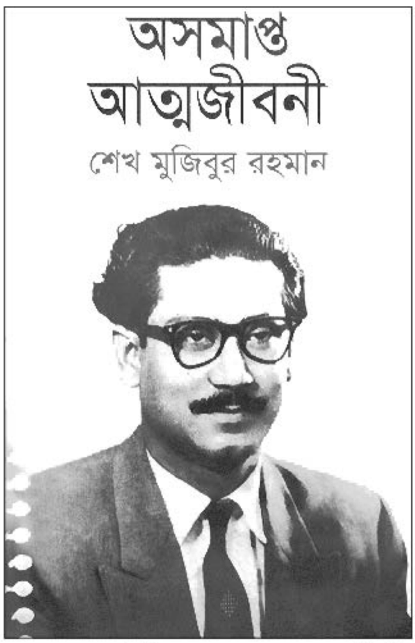

শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর
বাংলা সংস্করণের প্রচ্ছদ

Change and Continuity in Bengali Muslim Nationalism: The historical relevance of Bangabandhu's Unfinished Memoirs

Jérémie Codron

Abstract

In the early 2000s, four notebooks were found, written by the hand of Sheikh Mujibur Rahman, father of the nation of Bangladesh. On the initiative of his daughter Sheikh Hasina, those documents were published as a book entitled *Asamapta Atmajiboni* [Unfinished Memoirs] and translated in several languages. When we worked on the French translation and adaptation, our objective was twofold: to introduce Bangabandhu to a larger and mostly unaware Francophone readership, as an influential nationalist leader in 20th century South Asia; and, through the inclusion of critical footnotes, to provide an analysis of the facts documented by Mujib, in order to make it a primary source usable by historians and students working on the political and social history of the Indian subcontinent. Given the fact that Mujib extensively writes about his early political engagement as a young local leader, i.e. before the 1947 Partition of Bengal, this article aims at highlighting the continuity in the history of Bengali Muslim nationalism. While many historians have studied Mujib's political life starting from the creation of the Awami Muslim League, we believe that this book provides critical historical elements to understand the continuity of his (and other leaders') engagement, first for the creation of Pakistan, and then for greater recognition and autonomy of the citizens of East Bengal.

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে ২০০৩ সালে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ভাষা ও সভ্যতা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্যারিসের অস্‌তিতুত্‌ নাসিওনাল দো লংগ্‌ এ সিভিলিজাসিওঁ ওরিয়ঁতাল বা ইনালকো [INALCO (National Institute of Oriental Languages and Civilizations)]-এর বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষক হিসেবে আমি যখন বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াতে শুরু করি তখন আমাকে শুরু করতে হতো কলিকাতা কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক ইতিহাস দিয়ে। বাংলার রেনেসার সাহিত্য, বিশেষ করে সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের মহারথি রামমোহন, স্বামী বিবেকান্দের আবদান সম্পর্কেই পাঠদান করতাম। হিন্দু জাতীয়তাবদী নেতা, লেখকদের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়াতাম বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বা পূর্ববর্তী লেখক মাইকেল দত্তের সাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়াতাম। তখন অনেক লোক ভারতীয় সাহিত্য হিসেবে বাংলা সাহিত্য পাঠ করতেন, কিন্তু এই সাহিত্য তো চল্লিশ দশকে শেষ হয়েছিল।

উত্তর ঔপনিবেশিক কালে বিশেষত ১৯৫০-১৯৬০ দশকের বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা ইনালকোতে আগে পড়ানো হতো না। ১৯৭০ দশকে এ্যাডয়ার্ড সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* (প্রকাশকাল: ১৯৭৮) প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে উত্তর ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চায় বিপ্লব সাধিত হয় এবং বৈশ্বিক চিন্তায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ইনালকোতে উত্তর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পাঠ শুরু হয় একটু দেরি করে। উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যের পাঠে এ্যাডয়ার্ড সাঈদের মূল হাইপো থিসিস থেকে আমরা অনেকদিন ধরে ওয়েস্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওরিয়েন্টালিজমকে দেখতাম। ফ্রান্সের নানান গবেষণায় তার প্রভাব পড়লেও ইনালকোর বাংলা বিভাগে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ২০০০ সালের আগে গৃহীত হয় নি।

জয়া চট্টোপাধ্যায়ের *বেঙ্গল ডিভাইডেড: হিন্দু কমুনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন* (১৯৩২-৪৭) (প্রকাশকাল: ১৯৯৫) শীর্ষক বইয়ে হাইপো থিসিস রয়েছে যে,—বাঙালি জাতীয়তাবাদ হয়তো হিন্দু জাতীয়তাবাদ, যেভাবে হিন্দু লেখকরা বর্ণনা করেছেন তাতে তাই প্রমাণ করে।

কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়, কলকাতা কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী সাহিত্য থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক

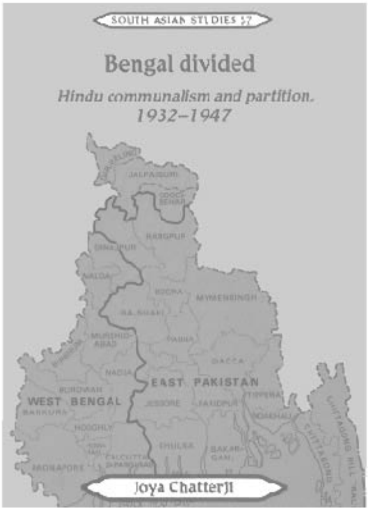

বেঙ্গল ডিভাইডেড শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

অধ্যাপক জয়া চ্যাটার্জী

সাহিত্যিক তৎপরতা শুরু হয়, যেমন—ভাষা আন্দোলন। আমরা দেখেছি, ১৯৪৭ সালের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিবর্তিত হয়েছে দুটি কারণে—১. দেশবিভাগের কারণে, ২. পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের কারণে।

নতুন করে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন আমল শুরু হয়, আগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় ধারণা তথা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ধারণা লুপ্ত হয়, সেই স্থানে নতুন করে ভাষা ও রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপিত হয়। এই পরিস্থিতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ বদলে যায়। এ সময় নতুন একটি সামাজিক শ্রেণির জন্ম হয়, যা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিচিত, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন, তারাই মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বে অবতীর্ণ হন। শেখ মুজিবুর রহমান সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে দুটি কারণে—১. ঔপনিবেশিক ইতিহাস থেকে উত্তর ঔপনিবেশিক কালের সূচনা পর্যবেক্ষণ করা, ২. অনেক বাঙালি মুসলিম নেতা কেন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন এবং পরবর্তী কেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠে এই ধরনের প্রক্রিয়া সহজে বুঝে নেওয়া সম্ভব।

এই উপলব্ধি আমাদের মাঝে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ফরাসি ভাষায় অনুবাদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ২০১৭ সালে প্যারিসের জিংগো প্রকাশনা সংস্থা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ফরাসি ভাষায় *মেমোআঁ ইনাসোভে* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে, যার মূল ফরাসি অনুবাদ ইনালকোর ইমেরিটাস অধ্যাপক ফ্রান্স ভট্টাচার্য, আমি এই বইয়ে ঐতিহাসিক টীকা প্রণয়ন করি এবং ফরাসি ভাষায় এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন ফ্রান্সের প্রাক্তন পরাষ্ট্রমন্ত্রী ইবেখ ভেদরিন।

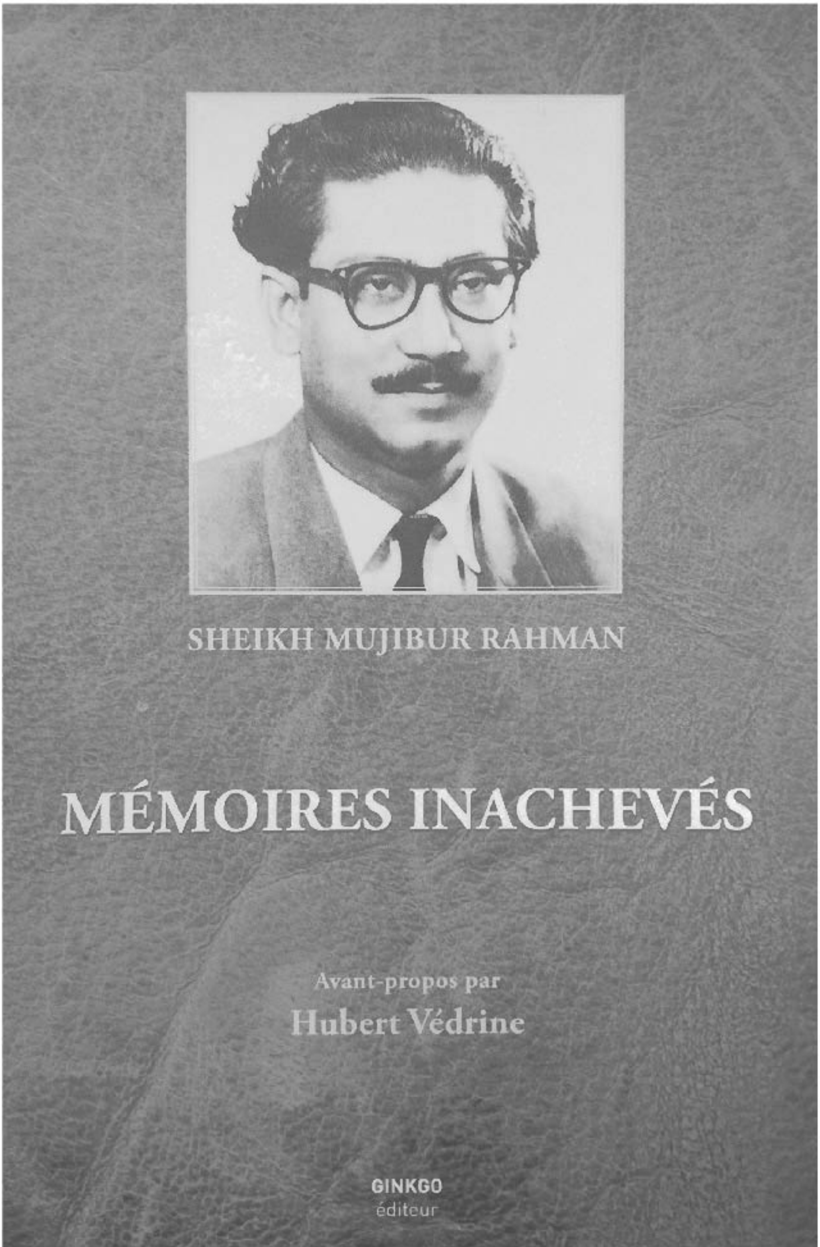

মেমোআঁ ইনাসোভে শিরোনামে ফরাসি ভাষায় অনূদিত
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীর প্রচ্ছদ

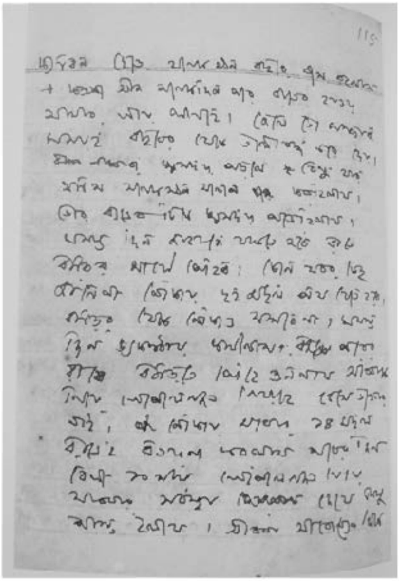

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর একটি পৃষ্ঠার হস্তাক্ষর

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান

এই বইয়ের ঐতিহাসিক টীকাভাষ্যকার হিসেবে আমার পর্যবেক্ষণ ছিল— ১. দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে ফরাসি পাঠকদের অবহিত করা, ২. শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*কে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে পাঠ বিশ্লেষণ করা ও তার ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা।

এই দুটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আমার ধারণা—শুধু সাধারণ পাঠককে নয়, ইতিহাস গবেষকদের শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ ধরনের পাঠ বিশ্লেষণাত্মক সংস্করণ কেবল ফরাসি পাঠকদের জন্য নয়, অন্য ভাষার পাঠকদের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ।

দুই

বাঙালি অনেক ঐতিহাসিকের বই পড়ে দেখি—তাঁরা সাধারণত দেশভাগ ও বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের ইতিহাস শুরু করেন ১৯৪৭ সালের পর থেকে; কিন্তু দেশবিভাগ ও বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের বহু আগে থেকেই এই ইতিহাসের সূচনা। আমরা যদি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখবো তাঁদের ভেতর দেশবিভাগ ও বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে দেশবিভাগের বহু আগে, যা শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ভেতর মোটামুটি বিস্তৃতভাবে আছে।

১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারী আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মানিক মিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যক্তিগতভাবে এই বই পড়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমানের যুবক বয়সের আগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না; আমি শুধু এটুকুই জানতাম যে—তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে, গ্রামে থাকার সময়েই রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তা আমি এই পড়ে জানতে পারি। আসলে, গ্রামে থাকার সময় তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র শুরুতেই শেখ বংশের ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তাঁর বংশীয় পরিচয়ের উচ্চমর্যাদার কথা রয়েছে এবং ব্রিটিশ কলোনিয়াল সময়ে তাঁদের বংশের ক্রমাবতির কথা বর্ণনা রয়েছে, শুধু তাই নয় ঔপনিবেশিক সময়ে বাঙালি মুসলিমদের আশরাফ-আতরাফ বিভাজনের মধ্যে মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের জন্ম এবং সেই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে তিনি পাকিস্তান আমলে নিজের বংশ গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার স্বপ্নে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করেন।

পূর্ববঙ্গের পাকিস্তান আন্দোলন বোঝার জন্য স্থানীয় রাজনীতির পাঠ নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বই সেই সব ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করেছে, যেমন—ব্রিটিশদের পারমানেন্ট সেটেলম্যান্ট অ্যাক্ট ১৭৯৩-এর কারণে বঙ্গীয় আশরাফ মুসলিমরা তাঁদের আভিজাত্য হারায় এবং অনেক হিন্দু সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই অ্যাক্টের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষের আভিজাত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যারা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন তারা ছিলেন আশরাফ মুসলিম, তারা বাংলা বলতেন না, তারা সাধারণত ফার্সি-উর্দুতে কথা বলতেন। শুরুতে মুসলিম লীগ এলিটদের সংগঠন ছিল এবং জনপ্রিয় ছিল না, পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী, মুজিব যুক্ত হবার মুসলিম লীগ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর প্রধান কারণ, মুজিব গ্রামের মুসলিম কৃষকদের খুব কাছে ছিলেন।

যারা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছেন, তাদের অনেক আশা ছিল—বিশেষ করে ঢাকায় একটি আঞ্চলিক রাজধানী থাকবে, চাকুরির ক্ষেত্রে পদ-পদমর্যাদা পাবে। ব্রিটিশ সময়ের হারানো ক্ষমতা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি আবার ফিরে পাবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন বললো—পাকিস্তান ভারতের মতো হবে না, সেখানে একটিই ভাষা, একটি ধর্ম, আর একটি সংস্কৃতি থাকবে। এতে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মুছে যায়। তখন মুজিবের মতো তরুণ রাজনৈতিক নেতারা দারুণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে এটি আরও বড় ধাক্কার ছিল, কারণ তিনি গ্রামীণ রাজনীতি থেকে সদ্য শহরের রাজনীতিতে এসে প্রবেশ করেছেন, আর শুরুতেই পাকিস্তানী শাসকদের সিদ্ধান্তে অচেতনেই তাঁর ভেতর নতুন স্বপ্নের বীজ অঙ্কুরিত হয়। যা এই বই পড়ার পর বুঝতে পারি।

সাধারণত বাঙালি মুসলমানদের জাতীয়বাদ নিয়ে বাংলাদেশ বা আন্তর্জাতিক যত বই আছে, তার প্রায় সব বইয়ের আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৮ সাল থেকে। কিন্তু আমি দেখেছি যে, বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ তো ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়নি, বরং তার আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আসলে, যারা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের বেশির ভাগ অসম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিল, কারণ মূল উদ্দেশ্য ছিল—মুসলিম বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নেতৃত্বে এলে, বাঙালি মুসলিমরা ক্ষমতায় আসবে, এমনকি প্রশাসনিক ক্ষমতায় আসতে পারবে। বাংলার সেক্যুলারিজম তো দেশবিভাগের আগেই শুরু হয়েছে।

মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার দেশবিভাগের এজেন্ডা বাঙালি মুসলিম খুব দেরি করে গ্রহণ করেছে, ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ মেজরিটি পাই। আগে শেরে বাংলার কৃষকপ্রজা পার্টি [কেপিপি] মেজরিটি পেতো, এই পার্টি সাম্প্রদায়িকতা মানতো না, কৃষকদের কাজ করতো এবং শ্রেণি বিভাজন [জমিদার ও কৃষকপ্রজা] ছিল। আসলে, ১৯৪০এর দশকে মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে ভাসানী হয়ে মুজিব জমিদার ও কৃষকপ্রজাদের বিভাজন আলোচনা সংযুক্ত করেন। এরপর থেকে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা পেতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিমদের প্রিয় সংগঠন হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই বইটা পড়ে সাবঅর্ল্টান ও বাঙালি মধ্যবিত্তের নজর দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস বোঝা যায়। অনেক লোক মনে করে বিমূর্ত বা ভাববাদী জায়গা থেকে

বাংলাদেশের ইতিহাসকে দেখে। কিন্তু এই বই পড়ে একান্তভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর চোখ দিয়ে—কেন পাকিস্তান আন্দোলন সমাপ্ত হওয়ার পর এতো অত্যাচার হয়েছে তা জানা যায়।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর এই বইয়ের ভেতর দিয়ে বাঙালি মুসলিম কৃষকদের আন্দোলনের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিতুমীর থেকে ফরায়েজী আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তো ঐতিহাসিক ছিলেন না, তাই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী ও হিন্দু জমিদার বিরোধী বাঙালিদের মুসলিমদের সামাজিক ধর্মীয় পুনর্গঠনমূলক ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এক করে দেখেছেন, এই দেখার মধ্যে হয়তো এক ধরনের ঐতিহাসিক বিচ্যুতি আছে, যেমন—ফরায়েজী আন্দোলন মূলত ধর্মীয় এবং কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল, তখনও বাঙালিদের জাতীয়তাবোধের আধুনিক চিন্তার জন্ম হয়নি; আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যেখানে শুধু বাঙালিদের বিষয় ছিল না, সেটা ছিল পুরো ভারতীয় মুসলিমদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যাকে আধুনিক মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করা যায়। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের এ ধরনের মন্তব্যের পেছনে অন্য কারণ যুক্ত ছিল, তা হলো—তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের কৃষক ও নির্যাতিত মানুষের জন্য রাজনীতি করতেন; এছাড়া, তিনি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ পর্যবেক্ষণ করেন। এই সকল অভিজ্ঞতার কারণে তিনি কৃষকদের পূর্ববর্তী আন্দোলনের [যেমন-ফরায়েজী আন্দোলন] সাথে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনকে অচেতনেই যুক্ত করেছেন। সে সময় বাঙালি মুসলিম কৃষকদের উপর এক ধরনের অর্থনৈতিক নিপীড়ন ছিল, আর শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে চেয়েছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিমদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আসবে। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করে দেখতেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তিনি একইভাবে দেখতেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের *আত্মজীবনী* পড়ে বোঝা যায়, তাঁর সামনে দুই ধরনের ক্ষমতার কাঠামো চলমান ছিল—ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং জমিদার [ফিউডাল]। এই দুটি ক্ষমতা-কাঠামোর বাইরে এসে তিনি স্থানীয় গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, যেখানে জমিদারী প্রথার বাইরে কেন্দ্রিয়ভাবে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানীদের দ্বারা পুরোনো ক্ষমতা-কাঠামোর ধারাবাহিকতা চর্চিত হতে থাকে। প্রায় ১০বছর পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও তার কোনো সংবিধান তৈরি হয় নি। ১৯৫৬ সালে যখন সংবিধান রচিত হয়, কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বপ্ন পূরণের কোনো সম্ভাবনা দেখেন না এবং বুঝতে পারেন সম্পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া পাকিস্তানে বাঙালিদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক

Avant-propos par

Hubert Védrine
Ancien ministre des Affaires étrangères

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

MÉMOIRES INACHEVÉS

Traduit du bengali par

France Bhattacharya

Appareil critique par

Jérémie Codron
Chargé de cours en langue et civilisation du Bengale,
INALCO, Paris

GINKGO
éditeur

মেমোআঁ ইনাসোভে *শিরোনামে ফরাসি ভাষায় অনূদিত*
বঙ্গবন্ধু *শেখ মুজিবুর রহমানের* অসমাপ্ত আত্মজীবনীর *আখ্যাপত্র*

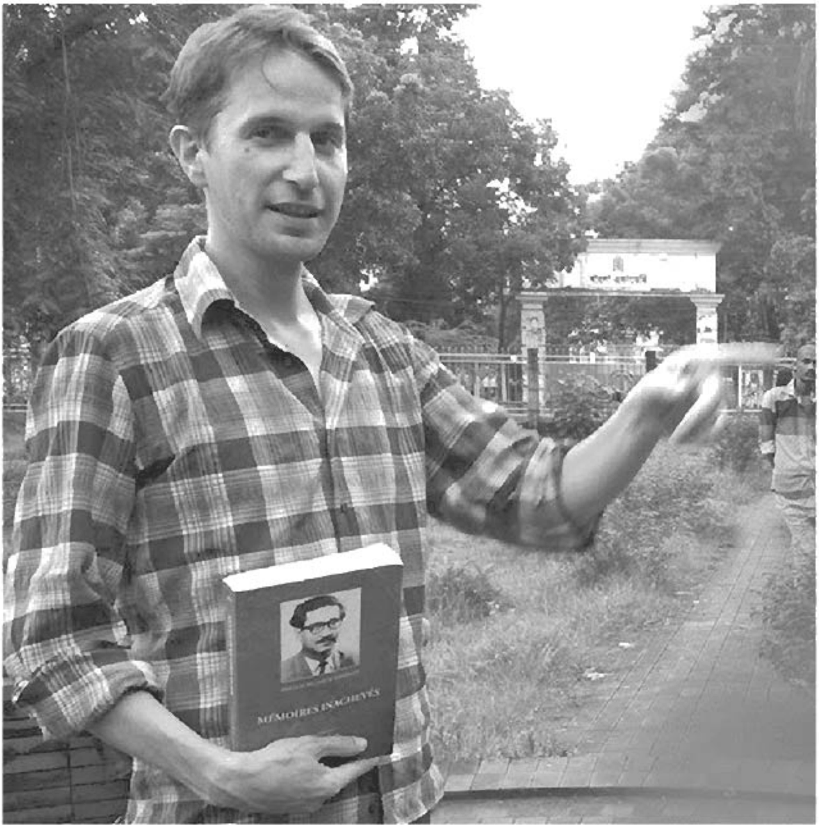

ভাবনগর সাধুসঙ্গে অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ফরাসি টীকাভাষ্যকার জেরেমি কদ্রন

বা সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব না। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা যেমন—মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতারা মনে করেন—পুরানো ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হয় নি, বরং তা চলমান এবং পাকিস্তানীরাই মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে নতুনভাবে পুরানো ক্ষমতা-কাঠামো ধরে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে শুধু একক ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাই তারা সাম্প্রদায়িক বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ন হন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন—ফরাসি পাঠকরা জানেন না যে, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বোঝার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের এই 'সাম্প্রদায়িক বিরোধীতা'র গুরুত্ব কী? আমরা তাঁর সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার মূলে দেখতে পাই—ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা, যা প্রথমে আওয়ামী লাগের ম্যানিফেস্টোতে স্থান পায় এবং পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯৭২-এ অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলে, ১৯৬৬-১৯৬৯ সালের মধ্যে রচিত শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তাঁর জীবনের ১০ বছর

আগে থেকে আরও পেছনের দিকের তথা ১৯৫৫ সালের পূর্বকালের নানান রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে পূর্ববর্তী কালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অনেক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখি যে, সেই কালে বাঙালি মুসলিম নেতাদের মধ্যে দুটি বিভাগ ছিল—১. কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগ, ২. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত মুসলিম লীগ, যারা মুসলিম লীগের কেন্দ্রিয় অবস্থান থেকে স্বাধীনতা চেয়েছিল। এই দুইটা ভাগ বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর একভাগে ছিল ধর্মীয় রক্ষনশীল রাজনৈতিক নেতারা, আর বিপরীত দিকে ছিল উদারপন্থী, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নেতারা। এই দুইটি বিপরীতমুখী ধারা থেকে আলাদা হয়ে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান যখন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন তখন পাকিস্তানের মুসলিম রাজনীতির বিপরীতমুখী অবস্থান আরও দ্বান্দ্বিক হয়ে পড়ে, সঙ্গত কারণে *আত্মজীবনী*তে যদিও শেখ মুজিব সে বর্ণনা লেখন নি, কিন্তু তার পূর্ব প্রেক্ষাপট হিসেবে—পাকিস্তান সরকারের শাসনের কারণে নয়, বাঙালি মুসলিম নেতা মধ্যেই পারস্পারিক দ্বন্দ্বকেও তিনি দায়ী করেছেন। মুজিব বর্ণনা করেন—অনেক বাঙালি মুসলিম নেতা শুধু ক্ষমতার যাবার জন্য পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন।

তিন

বাংলাদেশ স্বাধীনের পরও বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকিস্তান আমলের মতোই দুটি ধারা তথা—প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেখা যায়, যা শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষ করেছিলেন ১৯৫৫ সালের আগেই, এমনকি ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হবার পরও। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করার ভিন্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে।

এই বই পড়ে বুঝতে পারি, দেশবিভাগ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতীয় রাজনীতির একটি ধারাবাহিকতা মাত্র, শেখ মুজিব সেই ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ১৯৪৭ সালের আগের ঔপনিবেশক কাল থেকে পাকিস্তান আমল হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই বইটির ঐতিহাসিক মূল্য দুইটি কারণে—১. সাধারণ পাঠক খুব সহজে এই বই পাঠের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার একটি জাতির জনকের রাজনৈতিক অভিযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ২. ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে বঙ্গীয় মুসলিম মধ্যবিত্ত দক্ষিণ এশিয়ার একটি জাতীয়তাবাদ জন্ম দিয়েছে, তার ইতিহাসও পর্যবেক্ষণ করা যায়।